# নগর টাইমস

সংবাদে স্বচ্ছতা

Tuesday, September 15, 2026

https://www.nagartimes.com


জাতীয় FEATURED

# শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে

[illegible]

By **নিজস্ব প্রতিবেদক** | September 15, 2026 at 10:40 AM | 2 views

> [illegible]

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে

‘[illegible]’ [illegible] — **সংগৃহীত**

শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ (ইসিসিডি) নিশ্চিত করতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, শিশুর বেড়ে ওঠায় খেলার সুযোগ, সামাজিক ও আবেগময় বিকাশ এবং নিরাপদ ও আনন্দময় পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা, খেলার উপকরণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশুদের জন্য চলমান কার্যক্রম যেন কোনোভাবেই বন্ধ না হয়, সেদিকেও নজর দিতে হবে।

সোমবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে ‘বাংলাদেশে শিশুর সামগ্রিক বিকাশ কার্যক্রম গতিশীলকরণ’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এসব কথা বলেন। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি) ও প্রথম আলো যৌথভাবে এ বৈঠকের আয়োজন করে।

বক্তারা বলেন, শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ নিয়ে দেশে জাতীয় নীতিমালা রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করা যথেষ্ট নয়। শিশুদের বিকাশে শিক্ষক, স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তা, স্বাস্থ্যকর্মী ও অভিভাবকদের দেওয়া প্রশিক্ষণ যেন কর্মসূচি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে না যায়, তা নিশ্চিত করতে সরকারের দীর্ঘমেয়াদি তদারকি প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর বিকাশ

বৈঠকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মো. আবদুর রহিম বলেন, দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৫ হাজার ৫৬৯টি। এর বাইরে বেসরকারি স্কুল ও মাদ্রাসা মিলিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা লাখের বেশি। এসব প্রতিষ্ঠানে এক কোটির বেশি শিশু পড়াশোনা করছে।

তিনি বলেন, প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের সঠিক বিকাশ নিশ্চিত করা গেলে দক্ষ ও সুস্থ জাতি গড়ে তোলা সম্ভব। সরকার এখন শিশুর সামাজিক উন্নয়ন ও আবেগময় বিকাশের দিকেও নজর দিচ্ছে।

মিড-ডে মিল চালুর পাশাপাশি শিশুদের বিনা মূল্যে ইউনিফর্ম, স্কুলব্যাগ ও জুতা দেওয়ার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি।

কমিউনিটি ক্লিনিককে কাজে লাগানোর আহ্বান

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের উপসচিব মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন বলেন, দেশে বর্তমানে ১৪ হাজার ৪৬১টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। শিশুর বিকাশে সরকারের সঙ্গে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে ২৭টি বেসরকারি সংস্থা এসব ক্লিনিকে কাজ করছে।

তবে দাতাদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সংস্থা বিচ্ছিন্নভাবে দেশের বিভিন্ন এলাকায় কাজ করায় কার্যক্রমগুলো তদারক করা মন্ত্রণালয়ের জন্য কঠিন হয়ে পড়ছে বলে জানান তিনি। এ ক্ষেত্রে সমন্বয়ের ঘাটতি কমানো জরুরি।

তাঁর মতে, কার্যকর প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে আরও গতিশীল করা গেলে দেশের প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ শিশুকে এসব ক্লিনিক থেকেই সেবা দেওয়া সম্ভব।

সমন্বিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্ব

অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্যে বিআইজিডির পরিচালক (অপারেশন, কৌশল ও অংশীদারত্ব) মেহ্নাজ রব্বানী বলেন, ইসিসিডি কার্যক্রম চালু রাখার জন্য দেশে প্রয়োজনীয় মডেল ও বিশেষজ্ঞ রয়েছে। সরকারেরও এ বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে। তাই সমন্বিতভাবে কাজ করতে পারলে ইসিসিডিও ডায়রিয়া, খণ্ডকালীন গবেষণা ও এককালীন কাজের মাধ্যমে বড় অর্জন সম্ভব প্রতিরোধের মতো সফল কার্যক্রমে পরিণত হতে পারে।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সিনার্গোজ বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক এশা হুসাইন। তিনি বলেন, খণ্ডকালীন গবেষণা ও এককালীন কাজের মাধ্যমে বড় অর্জন সম্ভব নয়। ইসিসিডি নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করলেও সেগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে।

তিনি বলেন, ইসিসিডিতে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকেও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। এখন সবার একসঙ্গে কাজ করার সময় এসেছে।

প্রারম্ভিক বিকাশের গুরুত্ব

আইসিডিডিআরবির ইমেরিটাস বিজ্ঞানী জেনা দেরোখশানি হামাদানি বলেন, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সমাজ ও নীতিনির্ধারকদের আরও সচেতন হতে হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা গেলে কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি প্রতিশ্রুতি তৈরি হবে।

তিনি বলেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলোও এ ক্ষেত্রে কাজ করছে। তবে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন কমিউনিটি ক্লিনিক একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম হতে পারে।

তিনি জানান, তাঁর সংস্থা ৬০০টি কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যকর্মী ও শিশুদের অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

পুরোনো অভিজ্ঞতা ধরে রাখার আহ্বান

ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্টের (ব্র্যাক আইইডি) কর্মসূচিপ্রধান সৈয়দা সাজিয়া জামান বলেন, নব্বইয়ের দশকের শুরুতে দেশে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়। বেসরকারি সংস্থাগুলোর উদ্যোগে এ ক্ষেত্রে একটি মডেলও তৈরি হয়েছিল।

তিনি বলেন, এত বছরের কাজের অভিজ্ঞতা হারিয়ে যেতে দেওয়া যাবে না। এ বিষয়ে সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। কোনো সরকারি কর্মকর্তা বদলি হয়ে গেলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত কর্মকর্তাকেও যেন কার্যক্রমটি অব্যাহত রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সিনার্গোজ বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রেজিওয়ান আহমেদ খান বলেন, পানিতে ডুবে শিশুমৃত্যু প্রতিরোধের কার্যক্রম পরিচালনার সময় তাঁরা ইসিসিডির গুরুত্ব উপলব্ধি করছেন। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত মা-বাবা ব্যস্ত থাকার সময়ে শিশুদের নিরাপদে দেখাশোনা করা গেলে পানিতে ডুবে শিশুমৃত্যু প্রতিরোধ করা সম্ভব।

বাংলাদেশ ইসিডি নেটওয়ার্কের কোষাধ্যক্ষ ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনস্বাস্থ্য বিভাগের অধ্যাপক সাইদুর রহমান মাশরেকী বলেন, শিশুর বিকাশে কোন বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন এবং এসব কার্যক্রম কীভাবে টেকসই করা যায়, তা বুঝতে গবেষণাকে গুরুত্ব দিতে হবে। গবেষণার ফলাফলকেও যথাযথ মূল্য দিতে হবে।

২০২২-২০২৬ সালের কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা

অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত ধারণাপত্রে বলা হয়, ২০২২ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত ‘হোল চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ’ (ডব্লিউসিডি) কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

এই কর্মসূচির আওতায় ব্র্যাক আইইডি ও ব্র্যাক এডুকেশন প্রোগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলার মাধ্যমে শেখা, শিশুদের বিকাশ এবং অভিভাবকদের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক নিয়ে কাজ করছে।

প্রশিক্ষণের পর শিক্ষকদের জ্ঞান ও শিখনপদ্ধতিতে উন্নতি দেখা গেছে। তবে প্রশিক্ষণে শেখা বিষয়গুলো নিয়মিতভাবে কাজে লাগাতে ধারাবাহিক সহায়তা ও তত্ত্বাবধান প্রয়োজন বলে ধারণাপত্রে উল্লেখ করা হয়।

ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন বিআইজিডির জ্যেষ্ঠ গবেষণা সমন্বয়কারী ফারাহ মুনীর।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ব্র্যাক এডুকেশন প্রোগ্রামের কর্মসূচিপ্রধান মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন, সমষ্টি মিডিয়া কমিউনিকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক মীর মাসরুর জামান, ইউনিসেফের শিক্ষাবিশেষজ্ঞ মোসতান জিদা আলনূর, বিশ্বব্যাংকের মানব উন্নয়নবিষয়ক পরামর্শক তানজিনা দিনা, ফুলকির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আহলাম আহসানসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।

অনুষ্ঠানে অতিথিদের শুভেচ্ছা জানান প্রথম আলোর সহকারী সম্পাদক ফিরোজ চৌধুরী।

**TAGS:** জাতীয় সংবাদ | শিক্ষা | স্বাস্থ্য | শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ | শিশুর যত্ন | ইসিডি | শিশু শিক্ষা | প্রাথমিক শিক্ষা | শিশু স্বাস্থ্য | কমিউনিটি ক্লিনিক | বিআইজিডি | ব্র্যাক | প্রথম আলো | গোলটেবিল বৈঠক | শিশু উন্নয়ন

---



© 2026 নগর টাইমস

All rights reserved.

Generated on September 16, 2026 at 12:54 AM

Computer-generated PDF · নগর টাইমস